জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা ২০১৬

উপস্থিত সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম। আপনারা অবগত আছেন যে ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা চালু হয়েছে। এবারে ০১ নভেম্বর ২০১৬ থেকে ৭ম বারের মত জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। পরীক্ষা শেষ হবে ১৭ নভেম্বর এবং ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হবে।

২০১৬ সালের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার পরিসংখ্যান

পরীক্ষার নাম	ছাত্র	ছাত্রী	পার্থক্য (ছাত্র-ছাত্রী)	মোট	কেন্দ্র সংখ্যা	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
১	২	৩	৪ (৩-২)	৫ (২+৩)	৬	৭
জেএসসি	৯,৪৯,১৪৫	১০,৮৯,১৫৮	১,৪০,০১৩	২০,৩৮,৩০৩	২,০০২	১৯,৭০৬
জেডিসি	১,৭৫,২২৮	১,৯৯,২৪৪	২৪,০১৬	৩,৭৪,৪৭২	৭৩২	৯,০৫৫
মোট	**১১,২৪,৩৭৩**	**১২,৮৮,৪০২**	**১,৬৪,০২৯**	**২৪,১২,৭৭৫**	**২,৭৩৪**	**২৮,৭৬১**

- **২০১৬ সালের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় ছাত্রের তুলনায় ১,৬৪,০২৯ জন ছাত্রী বৃদ্ধি পেয়েছে।**

২০১৫ ও ২০১৬ সালের তথ্যের তুলনামূলক বিবরণ

পরীক্ষার নাম	মোট পরীক্ষার্থী		পার্থক্য	মোট কেন্দ্র সংখ্যা		পার্থক্য	মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		পার্থক্য
	২০১৫	২০১৬		২০১৫	২০১৬		২০১৫	২০১৬	
জেএসসি	১৯,৬৭,৪৪৭	২০,৩৮,৩০৩	৭০,৮৫৬	১,৯০৪	২,০০২	৯৮	১৯,৫৪৬	১৯,৭০৬	১৬০
জেডিসি	৩,৫৮,৪৮৬	৩,৭৪,৪৭২	১৫,৯৮৬	৭২৩	৭৩২	৯	৯,০৮৬	৯,০৫৫	-৩১
মোট	**২৩,২৫,৯৩৩**	**২৪,১২,৭৭৫**	**৮৬,৮৪২**	**২,৬২৭**	**২,৭৩৪**	**১০৭**	**২৮,৬৩২**	**২৮,৭৬১**	**১২৯**

- ২০১৬ সালের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় ৮৬,৮৪২ জন পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়েছে, মোট কেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৭ টি এবং মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১২৯ টি।
- ২০১৬ সালের জেএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী ১,০৩,৬৫৩ জন ও জেডিসি পরীক্ষায় ১৮,০২১ জন।
- জেএসসি পরীক্ষায় বিশেষ পরীক্ষার্থী (এক, দুই ও তিন বিষয়ে অকৃতকার্য) ৯১,৮৬১ জন ও জেডিসি পরীক্ষায় ১৪,৬৯৮ জন।

বিদেশের ৮ টি কেন্দ্রের তথ্য

ক্রমিক নং	কোড	কেন্দ্রের নাম	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
০১.	৪৪০	জেদ্দা, সউদী আরব	**২৯০**
০২.	৪৪১	রিয়াদ, সউদী আরব	**১৪০**
০৩.	৪৪২	ত্রিপলী, লিবিয়া	**২**
০৪.	৪৩৩	দোহা, কাতার	**৮৪**
০৫.	৪৪৪	আবুধাবী	**৪৫**
০৬.	৪৪৬	দুবাই	**৩৬**
০৭.	৪৪৮	বাহরাইন	**৬৬**
০৮.	৪৯২	সাহাম, ওমান	**১৮**
		মোট	**৬৮১**

পরীক্ষার উদ্দেশ্য :

১। অভিন্ন মূল্যায়ণ পদ্ধতির ফলে সারাদেশে স্কুল ও মাদরাসার শিক্ষার মানে যে ভিন্নতা রয়েছে তাতে একটি (standardization) প্রমিতকরণ করা।

২। অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ সনদ পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে বিধায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হয়েছে। ২০১০ সালে মোট পরীক্ষার্থী ছিল

১৪,৯২,৮০২ জন, ২০১১ সালে ১৮,৬১,১১৩ জন, ২০১২ সালে ১৯,০৮,৩৬৫ জন, ২০১৩ সালে ১৯,০২,৭৪৬ জন, ২০১৪ সালে ২০,৯০,৬৯২ জন, ২০১৫ সালে ২৩,২৫,৯৩৩ জন এবং ২০১৬ সালে ২৪,১২,৭৭৫ জন ।

৩। সকল শিক্ষার্থীরই বৃত্তি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪। এ পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় আরও উদ্যোমী ও আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে উঠবে। পরীক্ষা পাসের একটি সনদ হাতে পেয়ে শিক্ষার্থীরা আরও উৎসাহিত হবে বলে আশা করা যায়।

৫। শিক্ষকবৃন্দ তাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফল ভাল করার জন্য আরো মনোযোগী ও আন্তরিক হবেন।

৬। পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভীতি কমে যাবে।

জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষায় গৃহীত কিছু ব্যতিক্রমী উদ্যোগঃ

১। ২০১৪ সাল থেকে গণিত বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

২। বাংলা ২য় পত্র এবং ইংরেজি ১ম/২য় পত্র ছাড়া সকল বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।

৩। ২০১৩ সালে চারু ও কারুকলা এবং শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নামে ২টি নতুন বিষয় চালু করা হয়েছিল, ২০১৪ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নামে আরও একটি নতুন বিষয় চালু করা হয়েছে এবং ২০১৫ সালে কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা বিষয়টি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪। ২০১৩ থেকে পরীক্ষার্থীদের জন্য ঐচ্ছিক বিষয়ের সুবিধা রাখা হয়েছে। ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আরবী, সংস্কৃত ও পালি তিনটি নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে।

৫। শ্রবণ প্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় দেয়া হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পলসিজনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই তাদের জন্য শ্রুতি লেখকের সুযোগ রাখা হয়েছে।

৬। প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক, ডাউন সিনড্রোম, সেরিব্রালপলসি) পরীক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় বৃদ্ধিসহ শিক্ষক/অভিভাবক/সাহায্যকারীর বিশেষ সহায়তায় পরীক্ষা প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

৭। অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে, কোন প্রাক মূল্যায়ণ পরীক্ষা দিতে হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে কোন বৃত্তি পরীক্ষা দিতে হবে না।

৮। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমোদন নেই, সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যে কোন অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

৯। বহু নির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে দুটি বিভাগ থাকলেও দুটি অংশ নিয়ে একত্রে ৩৩ পেলেই পাস বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এসএসসি'র মত দুটি অংশে আলাদা করে পাসের প্রয়োজন হবে না। MCQ ও CQ একই খাতায় পরীক্ষা হবে । MCQ এর জন্য OMR-এ বৃত্ত ভরাট করতে হবে না। উত্তরপত্রে সঠিক উত্তরের টিক চিহ্ন দিলেই হবে।

১০। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে তথ্য প্রেরণ ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। এর ফলে কেন্দ্রগুলোর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে এবং মন্ত্রণালয়েও কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

১১। সংশ্লিষ্টতা ছাড়া পরীক্ষার হলে অন্য সবার প্রবেশ না করা নিশ্চিত করা হবে।

১২। নকলমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩। পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে পরীক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।

আমরা আশা করি, জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষা পরীক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবকসহ সকলের জন্য আনন্দদায়ক ও উৎসবমুখর হবে। সম্পুর্ণ নকলমুক্ত, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সকলের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণে জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষা সফলভাবে অনুষ্ঠানে আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ।